১০৭

দৈনিক জনকণ্ঠ

তারিখ MAR. 7 1999
পৃষ্ঠা ৯ কলাম ৭

নবরূপে আনন্দমোহন কলেজ

বাবুল হোসেন

প্রাচীন আনন্দমোহন বিশ্ববিদ্যালয় কলেজের সেই জীর্ণদশা পাল্টে গেছে। পরিবর্তন ঘটেছে শিক্ষার পরিবেশসহ কলেজের ভৌত অবকাঠামোর। ক্যাম্পাসে রাজনৈতিক স্থিতিশীলতা, শিক্ষার্থীদের তুলনামূলক ভাল রেজাল্ট, ছাত্র-শিক্ষকদের মধ্যে সুসম্পর্কের সেতুবন্ধন কলেজের সার্বিক পরিস্থিতির ক্ষেত্রে সৃষ্টি করেছে এক নবদিগন্ত। গত ৫ বছরে কলেজের সার্বিক অবস্থার কি যে উন্নয়ন পরিবর্তন হয়েছে তা ক্যাম্পাসে না গেলে বিশ্বাস করা যেত না। পুরো ক্যাম্পাসে বিরাজ করছে শ্যামল শোভা। কলেজের সম্মুখভাগসহ প্রতিটি বিভাগের সামনেই চোখে পড়বে সে দৃশ্য। নানান প্রজাতির ফুল ফলের সবুজ-চারার সমারোহ কলেজ ক্যাম্পাসকে দিয়েছে এক মোহনীয় সৌন্দর্য। কলেজের ভৌত অবকাঠামোর পরিকল্পিত উন্নয়ন এক্ষেত্রে যোগ করেছে এক নতুন মাত্রা। ল্যাবরেটরি, শ্রেণীকক্ষ, সেমিনার ও লাইব্রেরীর আধুনিকায়নের ক্ষেত্রেও একই অবস্থা। ল্যাবরেটরির সেই পুরনো মরচেধরা যন্ত্রপাতির বদলে বসেছে চকচকে আধুনিক যন্ত্রপাতি ব্যবহারিক ক্লাসে ছাত্রছাত্রীদের সেই গাদাগাদি অবস্থাও আর নেই এখন। প্রতিটি বিভাগের প্রতিটি শ্রেণীর জন্য রয়েছে এখন পৃথক ল্যাবরেটরি। রয়েছে প্রয়োজনীয় দক্ষ শিক্ষক। গত পাঁচ বছর আগেও যা ছিল কল্পনাতীত। এখন তার সবকিছুই বাস্তব। বিশিষ্ট শিক্ষানুরাগী, ময়মনসিংহের ইতিহাস ও ঐতিহ্যে আলোকোজ্জ্বল ব্যক্তিত্ব ভারতীয় প্রথম র‍্যাংলার আনন্দ মোহন বসু ১৯০৮ সালে আনন্দমোহন কলেজটি প্রতিষ্ঠা করেন। ময়মনসিংহ শহরে প্রায় ১৫ একর জমিতে এই কলেজের একাডেমিক ভবন, ছাত্রাবাস, হোস্টেল, পুকুর, খেলার মাঠ এবং কর্মচারীদের জন্য পৃথক আবাসিক ভবন রয়েছে। প্রয়োজনীয় অর্থ বরাদ্দসহ উদ্যোগ আর বাস্তবমুখী পরিকল্পনার অভাবে সংস্কারবিহীন কলেজটিকে গ্রাস করছিল জীর্ণতা। কলেজে পড়ালেখার সুষ্ঠু পরিবেশ গড়ে তোলার ক্ষেত্রেও ছিল নানান প্রতিবন্ধকতা। আশার কথা গত ৫ বছরে কলেজের সার্বিক অবস্থার পরিবর্তন ঘটেছে। কর্তৃপক্ষের আন্তরিক প্রচেষ্টা এবং আমোকাসুর সহযোগিতায় অনন্ত সম্ভাবনাময় এই কলেজটির পরিবর্তন এখন সবার নজ কেড়েছে। কলেজের শিক্ষার্থীদের সন্তোষজনক ফলাফল, ব্যাবরেটরিতে আধুনিক ও উন্নত যন্ত্রপাতির সংযোজন, ছাত্রছাত্রীদের একাডেমিক সুবিধার সম্প্রসারণ, ক্যাম্পাসের সৌন্দর্য বৃদ্ধিসহ ছাত্র-শিক্ষকের মধ্যে দীর্ঘদিনের ব্যবধান কমিয়ে আন্তরিকতা পুরো কলেজকে করে তুলেছে এক আদর্শ বিদ্যাপীঠ। কলেজ অধ্যক্ষ প্রফেসর মুজিবুর রহমান জানালেন, আনন্দমোহন কলেজে বর্তমানে ১৯টি বিষয়ে মাস্টার্স কোর্সসহ ১৮টি বিষয়ে অনার্স কোর্স চালু রয়েছে।

ময়মনসিংহ আনন্দমোহন কলেজ ভবনের একাংশ —জনকণ্ঠ

কলেজে ছাত্রছাত্রীর সংখ্যা প্রায় ১৬ হাজার। শিক্ষকের সংখ্যা ১শ' ৪২জন। অধ্যক্ষ কলেজের উন্নয়ন চিত্রের বর্ণনা দিয়ে জানান, জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়ের অধীন কলেজগুলোর মধ্যে আনন্দমোহন কলেজের ফলাফল সন্তোষজনক। উপাধ্যক্ষ মনিরুজ্জামান এবং কলেজ শিক্ষক পরিষদের সাঃ সম্পাদক মাহমুদুল হাসান জানান, ছাত্র-শিক্ষকদের পরিকল্পিত প্রচেষ্টায় কলেজের এ উন্নয়ন সম্ভব হয়েছে। পদার্থবিদ্যা বিভাগের বিভাগীয় প্রধান প্রফেসর মজিবুর রহমান জানান, ডিগ্রী পাস, অনার্স ও মাস্টার্স কোর্সের ছাত্রছাত্রীদের জন্য পৃথক ব্যবহারিক কক্ষ রয়েছে। প্রয়োজনীয় আধুনিক ও উন্নত যন্ত্রপাতি সংযোজন করা হয়েছে প্রতিটি ব্যবহারিক কক্ষে। পদার্থবিদ্যাসহ অন্যান্য বিভাগ ঘুরে দেখা গেছে একই চিত্র। যা গত এক দশকে ছিল কল্পনাতীত।

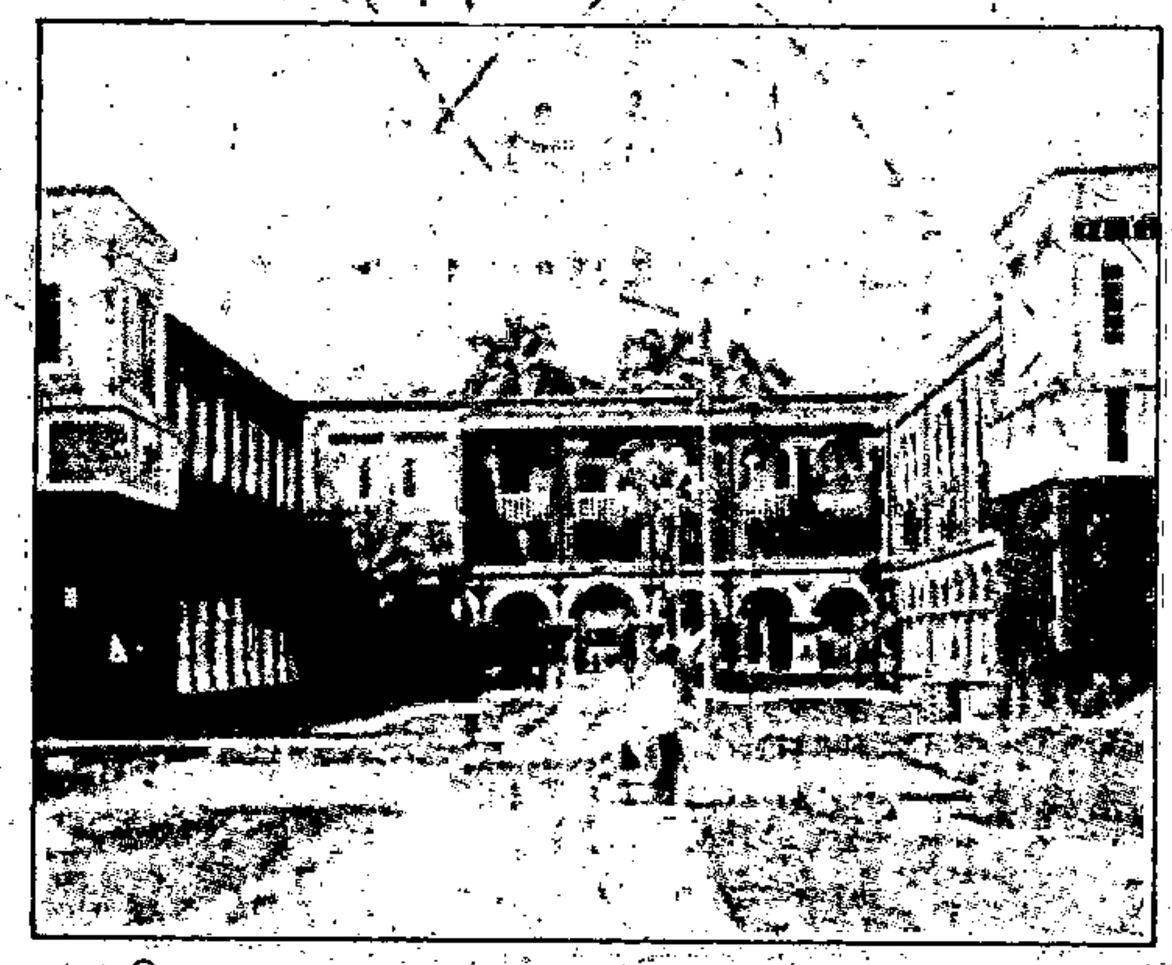

আমোকসু ভিপি মোস্তাক আহম্মেদ রুহী এবং জিএস মাহবুব জাহান শাহীন জানালেন কলেজের ছাত্রদের কিছু বাস্তব সমস্যার কথা। যেমন কলেজের ১৬ হাজার ছাত্রছাত্রীর পরিবহনের জন্য রয়েছে ১টি মাত্র বাস। গ্যারজ না থাকায় এটি পড়ে থাকছে রৌদ-বৃষ্টিতে। কোন চালক নিয়োগ না করায় এটি চালানোও সম্ভব হচ্ছে না। তারা দুঃখের সঙ্গে আরও জানালেন, কলেজের ১৬ হাজার ছাত্রছাত্রীর জন্য মাত্র ৬শ' ছাত্রের একটি ও ১শ' ছাত্রীর জন্য ১ট হোস্টেল রয়েছে। অন্য ছাত্রছাত্রীরা শহরের বিভিন্ন মেসে অবর্ণনীয় দুঃখ-দুর্দশার ভিতর পড়ালেখা চালিয়ে যাচ্ছে। আমোকসু নেতৃবৃন্দ লেজের আবাসিক সমস্যা সমাধানের দাবি জানিয়েছেন। এই সঙ্গে কলেজটিকে বিশ্ববিদ্যালয়ে উন্নীতকরণের দাবি জানান নেতৃবৃন্দ।